গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
সাধারণ শাখা-২
www.sylhetdiv.gov.bd

বিষয়: বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট
সভার তারিখ	: ২৩ নভেম্বর ২০২২
সভার সময়	: দুপুর ১২:০০ টা
স্থান	: বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট-এর সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	: উপস্থিতি তালিকা সংযুক্ত (ক)

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুরোধক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) ও অত্র কমিটির সদস্য-সচিব আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। বিগত সভার কার্যবিবরণীতে কোনো প্রকার সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০২। সভায় বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ ও এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

০৩। সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি:

সিলেট বিভাগের সেপ্টেম্বর ২০২২ ও সেপ্টেম্বর ২০২১ মাসের তুলনামূলক অপরাধ পরিসংখ্যান নিম্নরূপ: (সংযুক্ত-খ)

বিভিন্ন অপরাধ	এসএমপি সিলেট		সিলেট জেলা		সুনামগঞ্জ জেলা		হবিগঞ্জ জেলা		মৌলভীবাজার জেলা		বিভাগের মোট	
	সেপ্টেম্বর ২০২২	সেপ্টেম্বর ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২২	সেপ্টেম্বর ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২২	সেপ্টেম্বর ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২২	সেপ্টেম্বর ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২২	সেপ্টেম্বর ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২২	সেপ্টেম্বর ২০২১
মোট	২১৫	২৭১	২৪২	২৬০	১০৫	১১৩	১৫১	১৭৮	১৯৩	১৯৯	৯০৬	১০২১

সিলেট বিভাগের অক্টোবর ২০২২ ও অক্টোবর ২০২১ মাসের তুলনামূলক অপরাধ পরিসংখ্যান নিম্নরূপ: (সংযুক্ত-গ)

বিভিন্ন অপরাধ	এসএমপি সিলেট		সিলেট জেলা		সুনামগঞ্জ জেলা		হবিগঞ্জ জেলা		মৌলভীবাজার জেলা		বিভাগের মোট	
	অক্টোবর ২০২২	অক্টোবর ২০২১	অক্টোবর ২০২২	অক্টোবর ২০২১	অক্টোবর ২০২২	অক্টোবর ২০২১	অক্টোবর ২০২২	অক্টোবর ২০২১	অক্টোবর ২০২২	অক্টোবর ২০২১	অক্টোবর ২০২২	অক্টোবর ২০২১
মোট	২১০	২২৮	২৪২	১৯৯	৯০	১০৫	১০৯	১৬৫	১৬০	১৩০	৮১১	৮২৭

সিলেট বিভাগের অক্টোবর ২০২২ মাসের ভ্রাম্যমান আদালত বিবরণী: (সংযুক্ত-ঘ)

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা সংক্রান্ত	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	দন্ড		আদায়কৃত অর্থ	মন্তব্য
			অর্থদন্ড প্রাপ্ত	কারাদন্ড প্রাপ্ত		
বিভাগের মোট	২৭৯	৬২৬	৬৩৭	৮৩	২৫,০২,৩২০/-	-

<table>
<tr><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>১. গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:
সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসের বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>সভার তারিখ</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্তের সংখ্যা</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সংখ্যা</th><th>সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার</th></tr>
<tr><td>১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২</td><td>৪৯টি</td><td>৪৭টি</td><td>৯৫.৯২%</td></tr>
</table>
</td><td>সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসের সভায় গৃহীত ৪৯টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৪৭টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। অবশিষ্ট ০২টি সিদ্ধান্ত আগামী সভার পূর্বে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</td><td>বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ</td></tr>
</table>

২. বিভাগাধীন জেলার সেপ্টেম্বর ২০২২ ও সেপ্টেম্বর ২০২১ মাসের তুলনামূলক অপরাধ বিবরণী: পর্যালোচনায় দেখা যায়, সিলেট বিভাগের প্রতিটি জেলার সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসের সামগ্রিক অপরাধ সেপ্টেম্বর ২০২১ মাসের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে সিলেট জেলায় এসিড আইনে একটি অপরাধ সংগঠিত হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, উক্ত অপরাধটি প্রেমঘটিত বিষয়কে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে অপরাধীকে গ্রেফতারপূর্বক আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে মৌলভীবাজার জেলার লাউয়াছড়ায় একটি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে এবং এ ঘটনায় ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। **অক্টোবর ২০২২ ও অক্টোবর ২০২১ মাসের তুলনামূলক অপরাধ বিবরণী:** পর্যালোচনায় দেখা যায়, অক্টোবর ২০২১ মাসের তুলনায় অক্টোবর ২০২২ মাসে সিলেট বিভাগের অপরাধ কিছুটা কমেছে। অক্টোবর ২০২২ মাসে সিলেট জেলায় প্রানহানি, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন, চুরি এবং মৌলভীবাজার জেলায় আহত, প্রানহানি এবং চুরির মতো অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ জেলায় অক্টোবর ২০২২ মাসের সামগ্রিক অপরাধ অক্টোবর ২০২১ মাসের তুলনায় কমেছে। সিলেট বিভাগে শিশু নির্যাতনের হার অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সভায় অবহিত করা হয়। এ বিষয়ে উন্নতি করার লক্ষ্যে পুলিশ বিভাগের নারী ও শিশু ডেস্কের কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে জানানো হয়। পাশাপাশি সভায় শিশু ধর্ষন, নারী ও শিশু প্রতি সহিংসতাসহ অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা হ্রাসের জন্য নৈতিক শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং আইনের সঠিক প্রয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। নদী, পাহাড়, টিলা কেটে অবৈধভাবে বালু, পাথর উত্তোলনসহ পরিবেশগত বিভিন্ন অপরাধ দমনে অভিযান বৃদ্ধির বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়। শিল্পাঞ্চলের নিরাপত্তায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সভায় পুলিশ সুপার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৮, সিলেট-কে কো-অপ্ট করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। তৃণমূল পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন এবং সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	২.১ শিশু ধর্ষন, নারী ও শিশু প্রতি সহিংসতাসহ অন্যান্য অপরাধ হ্রাসের জন্য নৈতিক শিক্ষার প্রসার এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। ২.২ সীমান্তবর্তী এলাকাসহ অন্যান্য এলাকায় পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধে বিজিবি, পুলিশ বিভাগ ও নৌ-পুলিশের সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য ছকানুযায়ী নিয়মিতভাবে প্রেরণ করতে হবে। ২.৩ ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন এবং এ সংক্রান্ত কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। ২.৪ বিভিন্ন নদী/কোয়ারি থেকে যাতে কেউ পাথর উত্তোলন করতে না পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ২.৫ পুলিশ সুপার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৮, সিলেট-কে উক্ত কমিটিতে কো-অপ্ট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ ২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি ৩. সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, সিলেট ৪. সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, শ্রীমঙ্গল ৫. জেলা প্রশাসক (সকল) ৬. অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট ৭. পুলিশ সুপার (সকল) ৮. পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট ৯. পুলিশ সুপার, নৌ পুলিশ, সিলেট

৩. রোহিঙ্গা সংক্রান্ত : সভায় জানানো হয় যে, বিবেচ্য মাসে ভারত সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে কোনো রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেনি। ভারত সীমান্ত দিয়ে যাতে কোনো রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা হয়। যদি সিলেট বিভাগের কোথাও কোনো রোহিঙ্গা পাওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ তাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং পুলিশ সেই রোহিঙ্গাকে কক্সবাজারের ক্যাম্পে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে বলে সভায় আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি কোনো রোহিঙ্গা যেন এ বিভাগে এসে পাসপোর্ট গ্রহণ কিংবা নবায়ন করতে না পারে সে বিষয়েও সভায় আলোকপাত করা হয়। এছাড়া জনসচেতনতা ও রোহিঙ্গা সংক্রান্ত অপরাধ দমনে সীমান্ত এলাকায় জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে বিশেষ সভা আয়োজনের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	৩.১ ভারত সীমান্ত দিয়ে যাতে কোনো রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং কোথাও কোনো রোহিঙ্গা পাওয়া গেলে পুলিশের সহায়তায় কক্সবাজারের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিতে হবে । ৩.২ কোনো রোহিঙ্গা যাতে বাংলাদেশি পাসপোর্ট গ্রহণ ও নবায়ন করতে না পারে সেজন্য সর্বোচ্চ সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। ৩.৩ সীমান্ত এলাকায় জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ/মাদক/চোরাচালান ও আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ সভা আয়োজন করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ ২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট ৩. সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, সিলেট ৪. সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, শ্রীমঙ্গল ৫. জেলা প্রশাসক (সকল) ৬. অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট ৭. পুলিশ সুপার (সকল) ৮. পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট

৪. জঙ্গিবাদ মোকাবিলা : সভায় জানানো হয় যে, মেট্রোপলিটন এলাকায় ভাড়াটিয়াদের তালিকা CIMS (Citizen Information Management System) এ অন্তর্ভুক্তকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণরূপে চালু হলে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সুবিধা হবে। বাড়িওয়ালাদের কাছে ভাড়াটিয়াদের তথ্য সংগ্রহের নির্ধারিত ফরম দেওয়া আছে। সচেতন বাড়িওয়ালাগণ নির্ধারিত ফরমে ভাড়াটিয়াদের তথ্য সংগ্রহপূর্বক জাতীয় পরিচয়পত্রের কপিসহ এসএমপি বরাবরে নিয়মিত প্রেরণ করে থাকেন। পরবর্তিতে সে তথ্য CIMS (Citizen Information Management System) এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ বিষয়ে বাড়িওয়ালাদের সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সম্প্রতি ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সামনে থেকে পুলিশের চোখে পিপার স্প্রে করে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই জঙ্গিকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করা হয়। পলাতক দুই জঙ্গিকে ধরার জন্য সারা দেশে রেড এলার্ট জারি থাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বিশেষ সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়। সভায় আরো জানানো হয় যে, সম্প্রতি জঙ্গিবাদ আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যা জাতির জন্য উদ্বেগজনক। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় নিয়মিত উঠান বৈঠক আয়োজন এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য সভাপতি সকলকে আহ্বান জানান। ইমাম, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ ও সরকারি কর্মকর্তাদের মসজিদে জুমআর নামাজের খুৎবার সময় জঙ্গিবাদ/মাদকের অপব্যবহার/ বাল্য বিবাহসহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যা নিয়ে মুসল্লিদের সাথে আলোচনা করা এবং এ বিভাগাধীন জেলাসমূহে জঙ্গিবাদ ও মাদক সংক্রান্ত কার্যক্রম (মসজিদে বয়ান, উঠান বৈঠক ও অন্যান্য) পূর্বের মাস ও চলতি মাস অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	৪.১ ভাড়াটিয়াদের তালিকা CIMS (Citizen Information Management System) এ অন্তর্ভুক্তকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ৪.২ নির্ধারিত ফরমে ভাড়াটিয়াদের তথ্য সংগ্রহপূর্বক জাতীয় পরিচয়পত্রের কপিসহ এসএমপি বরাবরে প্রেরণ করার বিষয়ে বাড়িওয়ালাদের সম্পৃক্ততা ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ আরও বেগবান করতে হবে। ৪.৩ ইমাম, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ ও সরকারি কর্মকর্তাদের মসজিদে জুমআর নামাজের খুৎবার সময় জঙ্গিবাদ/মাদকের অপব্যবহার রোধে আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। ৪.৪ এ বিভাগাধীন জেলাসমূহ হতে জঙ্গিবাদ ও মাদক সংক্রান্ত কার্যক্রম (মসজিদে বয়ান, উঠান বৈঠক ও অন্যান্য) পূর্বের মাস ও চলতি মাস অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট ২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট ৩. জেলা প্রশাসক (সকল) ৪. অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট ৫. পুলিশ সুপার (সকল) ৬. পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সিলেট

৫. জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে সন্ত্রাস, মাদক ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম জোরদারকরণ: সভায় জানানো হয় যে, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে। তাছাড়া সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধে যৌথ প্রচারণামূলক সভা আয়োজন অব্যাহত রাখার বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে সামাজিক সম্প্রীতি কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজনের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	৫.১ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি এবং সামাজিক সম্প্রীতি কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত রাখাসহ ছকানুযায়ী তথ্য প্রেরণ করতে হবে। ৫.২ সীমান্তবর্তী এলাকায় সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধে প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও বিজিবির সমন্বয়ে যৌথ গণশুনানী করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য ছকানুযায়ী প্রেরণ করতে হবে।	১. সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, সিলেট ২. সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, শ্রীমঙ্গল ৩. জেলা প্রশাসক (সকল) ৪. পুলিশ সুপার (সকল) ৫. পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সিলেট
৬. প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি: সভায় জানানো হয় যে, এ বিভাগাধীন জেলাসমূহের অধিকাংশ সরকারি কার্যালয় সিসি ক্যামেরার আওতায় এসেছে। গত সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিরাপত্তা গড়ে তুলতে স্থানীয়ভাবে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। যেসকল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও অফিসসমূহ এখনও সিসি ক্যামেরার আওতায় আসেনি সেগুলোকে সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া জেলা ও উপজেলাসমূহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নষ্ট সিসি ক্যামেরাসমূহ মেরামতকরণ এবং নতুন স্থাপনকৃত ক্যামেরার তথ্য সংগ্রহ করার বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ডিজিটাল সিলেট প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত নষ্ট সিসি ক্যামেরাসমূহ মেরামতকরণ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ সফ্টওয়্যারসমূহের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/দপ্তরকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় জেলা ও উপজেলাসমূহের গুরূত্বপূর্ণ স্থানসমূহে স্থাপিত সিসি ক্যামেরার সার্ভারের তথ্য/ডাটাবেজ সংরক্ষণে রাখার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।	৬.১ জেলা ও উপজেলার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান তথা মসজিদ, মন্দির, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অফিসের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। ৬.২ সিলেট নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপিত নষ্ট সিসি ক্যামেরাসমূহের তালিকা প্রণয়নপূর্বক দ্রুত মেরামত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ সফ্টওয়্যারসমূহের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে। ৬.৩ জেলা ও উপজেলাসমূহের গুরূত্বপূর্ণ স্থানসমূহে স্থাপিত সিসি ক্যামেরার সার্ভারের তথ্য/ডাটাবেজ সংরক্ষণে রাখতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ ২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি ৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিসিক ৪. জেলা প্রশাসক (সকল) ৫. পুলিশ সুপার (সকল)
৭. মাদকের ব্যবহার রোধ : সভায় মাদকের অপব্যবহার রোধে সচেতনতা তৈরি, তরুণ তরুণীদের মধ্যে সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা, মাদকের কুফল সম্পর্কে লিফলেট, স্টিকার বণ্টনসহ মাদক চোরাচালান রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উপর আলোচনা হয়। বিশেষ করে এ বিভাগের সীমান্তবর্তী যেসব স্থান দিয়ে মাদকদ্রব্য প্রবেশ করে সেসব স্থান চিহ্নিত করাসহ সার্বক্ষণিক নজরদারীকরণ এবং টাস্কফোর্স অভিযান বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	৭.১ মাদক বিরোধী প্রচারাভিযান অব্যাহত রাখাসহ সচেতনতামূলক/উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করতে হবে। ৭.২ মাদক চোরাচালানের জন্য ব্যবহৃত স্থানসমূহ চিহ্নিত করে নজরদারী জোরদার এবং টাস্কফোর্স অভিযান বৃদ্ধি করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট ২. জেলা প্রশাসক (সকল) ৩. অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সিলেট ৪. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, সিলেট

৮. সড়ক নিরাপত্তা : সভায় জানানো হয় যে, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে হাইওয়েতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে জেলা ও উপজেলায় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। হাইওয়েতে অননুমোদিত যান (সিএনজি, টমটম ইত্যাদি) চলাচল বন্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সওজ, সিলেট জোন কর্তৃক মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ট্রাফিক সাইন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে বলে জানানো হয়। সভায় জানানো হয় যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পের অধীন সওজ'র মৌলভবীবাজার সড়ক বিভাগাধীন জুড়ী-লাঠিটিলা (আর-২৮২) সড়কের ১ কিলোমিটারের উপর দিয়ে নতুন নির্মিতব্য রেলওয়ে সেতুর বর্তমান Vertical Clearance রয়েছে বিদ্যমান সড়ক হতে মাত্র ৪.৭ মিটার। কিন্তু RHD প্রণীত Geometric Design Standards Manual (Revised) 2005 এর ধারা 4.6 Lateral and Vertical Clearance অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তা ন্যূনতম ৫.৭ মিটার হওয়া উচিৎ। তাই সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখার স্বার্থে নির্মিতব্য রেলওয়ে সেতুর বর্তমান Vertical Clearance Fill Height এবং Rigid Pavement এর পুরুত্বসহ ৬.৫ মিটার রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সাম্প্রতিক বন্যায় সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলাসহ সিলেট বিভাগের অন্যান্য জেলার ক্ষতিগ্রস্থ মহাসড়ক ও আঞ্চলিক সড়কের সংস্কার কার্যক্রম সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় জানানো হয় যে ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্থ মহাসড়ক ও আঞ্চলিক সড়ক সংস্কারের জন্য সরকার কর্তৃক সওজ, সিলেট জোনকে ৬৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এসকল ক্ষতিগ্রস্থ সড়কের সংস্কার কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে এবং যত দ্রুত সম্ভব সকল সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন হবে বলে আশাব্যক্ত করা হয়। তাছাড়া সুনামগঞ্জ-তাহিরপুর আঞ্চলিক সড়কের মধ্যবর্তী এলজিইডি'র আওতাধিন ক্ষতিগ্রস্থ ৫ কিলোমিটার সড়ক হস্তান্তর/সংস্কারের বিষয়ে এলজিইডি এবং সওজ এর মধ্যে আলোচনাপূর্বক দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, অক্টোবর ২০২২ মাসে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ৬৫০ জন চালক ও হেলপারদের সমন্বয়ে ১১টি প্রশিক্ষণ সভা, চালক, হেলপার ও জনসাধারণকে নিয়ে সচেতনতামূলক সভা ১৬টি, কমিউনিটি ও বিটপুলিশিং সভা ১৬টি, স্কুল কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা ০৬টি, হাইড্রলিক হর্ণ অপসারণ ২৪০টি এবং ১২০০টি লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।	৮.১ যানবাহনের চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও গাড়ির কাগজপত্র পরীক্ষা, হাইওয়েতে অননুমোদিত যান চলাচল বন্ধ, শব্দ ও বায়ুদূষণ রোধ এবং হাইড্রোলিক হর্ণ ব্যবহার বন্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ৮.২ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। ৮.৩ মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ট্রাফিক সাইন স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ৮.৪ বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পের অধীন সওজ'র মৌলভবীবাজার সড়ক বিভাগাধীন জুড়ী-লাঠিটিলা (আর-২৮২) সড়কের ১ কিলোমিটারের উপর দিয়ে নতুন নির্মিতব্য রেলওয়ে সেতুর বর্তমান Vertical Clearance বিদ্যমান সড়ক হতে ন্যূনতম ৬.৫ মিটার রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৮.৫ সুনামগঞ্জ-তাহিরপুর আঞ্চলিক সড়কের মধ্যবর্তী এলজিইডি'র আওতাধিন ক্ষতিগ্রস্থ ৫ কিলোমিটার সড়ক হস্তান্তর/সংস্কারের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৮.৬ সাম্প্রতিক বন্যায় সিলেট বিভাগের ক্ষতিগ্রস্থ মহাসড়ক ও আঞ্চলিক সড়কের সংস্কার/নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিতে হবে।	১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, সিলেট অঞ্চল ২. জেলা প্রশাসক (সকল) ৩. পুলিশ সুপার (সকল) ৪. পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট ৫. পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ, সিলেট অঞ্চল ৬. উপ-পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ, সিলেট বিভাগ, সিলেট ৭. সভাপতি, পরিবহন মালিক সমিতি, সিলেট

৯. বিবিধ : **৯.১ ড্রেন ও আবর্জনা পরিস্কারকরণ :** বর্তমানে সারা দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রতিদিন নতুন নতুন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে বলে সভায় জানানো হয়। এমতাবস্থায়, ডেঙ্গু প্রতিরোধে ড্রেন পরিষ্কারকরণ ও ছড়া/খাল/ জলাশয়সমূহ খনন, এডিস মশার লার্ভা নিধনের কার্যক্রম আরও তরান্বিত করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সিলেট মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে ড্রেন, ছড়া/খাল/ জলাশয়সমূহ খননের পর আবর্জনাসমূহ রাস্তার পাশে স্তুপাকারে জমা করে রাখা হয়। রাস্তা পরিষ্কার করে উক্ত আবর্জনাসমূহ সাথে সাথে নির্ধারিত স্থানে ফেলার বিষয়ে ও শহরের সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সভায় আলোকপাত করা হয়।	৯.১.১ ড্রেন পরিষ্কাকরণ ও ছড়া/খাল/ জলাশয়সমূহের আবর্জনা দ্রুত পরিষ্কার এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিস মশার লার্ভা নিধনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৯.১.২ সিলেট মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পাশের স্তুপাকৃত আবর্জনাসমূহ পরিষ্কার করে দ্রুত নির্ধারিত স্থানে ফেলা ও শহরের সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম জোরদারকণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিসিক ২. জেলা প্রশাসক, সিলেট ৩. মেয়র, পৌরসভা (সকল)
৯.২ নৌপথে চাঁদাবাজি: বিভাগাধীন জেলাসমূহে চলমান বালু ও পাথরবাহী নৌকা থেকে চাঁদাবাজি বন্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	বিভিন্ন বালু ও পাথরবাহী চলমান নৌকা থেকে চাঁদাবাজি বন্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ ২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি ৩. জেলা প্রশাসক (সকল) ৪. অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট ৫. পুলিশ সুপার (সকল) ৬. মেয়র, পৌরসভা (সকল)
৯.৩ নিত্যপণ্যের বাজার তত্ত্বাবধান: সভায় নিত্যপণ্যের অবৈধ মজুদদারি রোধ এবং বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি বা পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি যাতে না ঘটে সে লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, ওএমএস প্রকল্পের মাধ্যমে ১ কোটি উপকারভোগীর মধ্যে ৩০টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি করা হচ্ছে। প্রকৃত উপকারভোগীরাই যেন এ সুবিধা পায় সে বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। ওএমএস ও টিসিবি কার্যক্রমের পণ্য সঠিকভাবে প্রকৃত উপকারভোগীদের কাছে বিক্রি এবং এ কার্যক্রম সংক্রান্ত যেকোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়।	৯.৩.১ অবৈধ মজুদদারি রোধ এবং বাজারে অস্থিরতা বা পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি যাতে না ঘটে সে জন্য নিয়মিত অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ৯.৩.২ ওএমএস ও টিসিবি কার্যক্রমের আওতায় প্রকৃত উপকারভোগীদের মধ্যে পণ্য বিক্রি করতে হবে। এ সংক্রান্ত যেকোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ ২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি ৩. জেলা প্রশাসক (সকল) ৪. অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট ৫. পুলিশ সুপার (সকল)

৯.৪ অগ্নিকান্ড: সভায় জানানো হয় যে, অক্টোবর ২০২২ মাসে ১০টি মহড়া এবং ৯৩টি গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং শিল্প এলাকা, বহুতল ভবনসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও নিয়মিত মহড়া ও গণসংযোগ পরিচালিত হয়। এ কর্মসূচির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে সভায় আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা জোরদারকরণ, অগ্নিনির্বাপক সহায়ক বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার এবং ফায়ার সার্ভিসের সক্রিয় ভূমিকা জোরদারের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। তাছাড়া ফায়ার সার্ভিস বিভাগকে চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সাথে সমন্বয় করে অগ্নিকান্ড রোধকল্পে বিভিন্ন শপিং মল প্রতিনিধিদের নিয়ে সচেতনামূলক সভার আয়োজন, প্রচারণা বৃদ্ধিসহ সার্বিক তদারকির বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	৯.৪.১ অগ্নিনির্বাপনে ফায়ার সার্ভিস বিভাগকে সক্রিয় ভূমিকা পালন এবং অগ্নিকান্ড রোধের বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ৯.৪.২ অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সাথে সমন্বয় করে শিল্প কারখানা, ইন্ডাস্ট্রি ও শপিং মলের প্রতিনিধিদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করতে হবে।	১. উপ-পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিলেট ২.সভাপতি, সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
৯.৫ ট্রান্সফরমার চুরি: বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরি বন্ধে উঠান বৈঠক ও জনসচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ট্রান্সফরমার চুরি হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করা এবং ট্রান্সফরমার চুরির সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ট্রান্সফরমার চুরি হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট ২. প্রধান প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট ৩. জেলা প্রশাসক (সকল) ৪. অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট ৫. পুলিশ সুপার (সকল) ৬. জিএম, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সকল)
৯.৬ অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানে সতর্কতা এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সচেতন হওয়া: অবৈধ করাত কলসমূহের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। মেরামত কাজের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন হলে অন্তত ২৪ ঘন্টা পূর্বে মাইকিং করে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করা, সিটি কর্পোরেশনের ড্রেন প্রশস্তকরণ/খননের সময় বিদ্যুৎ বিভাগকে অবহিতকরণ এবং লাইন/ক্যাবলসমূহের নিরাপত্তার জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড ডিজাইন/প্ল্যান অনুযায়ী টেলিফোন, বিদ্যুৎ, গ্যাস লাইন মেরামত করার বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়।	৯.৬.১ অবৈধ করাত কলে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে এবং ইতোমধ্যে সংযোগ প্রদান হয়ে থাকলে দ্রুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। ৯.৬.২ মেরামত কাজের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন হলে অন্তত ২৪ ঘন্টা পূর্বে মাইকিং করে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করতে হবে। ৯.৬.৩ সিলেট সিটি কর্পোরেশন-এ ড্রেন প্রশস্তকরণ/খননের পূর্বে বিদ্যুৎ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। ৯.৬.৪ লাইন/ক্যাবলসমূহের নিরাপত্তার জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড ডিজাইন/প্ল্যান অনুযায়ী টেলিফোন, বিদ্যুৎ, গ্যাস লাইন মেরামত করতে হবে।	১. প্রধান প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট ২. জেলা প্রশাসক (সকল) ৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিসিক

৯.৭ সীমান্তবর্তী নদীসমূহের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও নদীরক্ষা কমিটির তৎপরতা বৃদ্ধিকরণ: সীমান্তবর্তী নদীসমূহের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও নদীরক্ষা কমিটির তৎপরতা বৃদ্ধিকরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	৯.৭.১ সীমান্তবর্তী নদীসমূহের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও নদীরক্ষা কমিটির তৎপরতা বৃদ্ধিকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ৯.৭.২ নদীর প্রবাহ বন্ধ বা নদীর স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তন করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
৯.৮ যানজট নিরসন: যানজট নিরসনে সিলেট শহরের সোবহানীঘাট পাইকারী সবজি বাজারের কার্যক্রম (ট্রাক থেকে সবজি উঠানো-নামানো, পার্কিং, পরিবহন, বিক্রি ও অন্যান্য) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	যানজট নিরসনে সিলেট শহরের সোবহানীঘাট পাইকারী সবজি বাজারের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিসিক ২. জেলা প্রশাসক, সিলেট

০৪। সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০০৮.০৬.০০১.১৫.৪৩৬

তারিখ: ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
০৪ ডিসেম্বর ২০২২

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
৩) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৪) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৫) উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট
৬) পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট
৭) সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, সিলেট
৮) সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
৯) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট
১০) উপ মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি, সিলেট
১১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সিলেট জোন, সিলেট
১২) প্রধান প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট
১৩) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার
১৪) পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট

১৫) অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট
১৬) অতিরিক্ত পরিচালক, এনএসআই, সিলেট
১৭) পুলিশ সুপার, সিলেট
১৮) পুলিশ সুপার, সুনামগঞ্জ
১৯) পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ
২০) পুলিশ সুপার, মৌলভীবাজার
২১) পুলিশ সুপার, নৌ পুলিশ, সিলেট অঞ্চল, সিলেট
২২) পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ, সিলেট অঞ্চল, সিলেট
২৩) পুলিশ সুপার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৮, সিলেট
২৪) অধ্যক্ষ, এমসি কলেজ, সিলেট
২৫) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, সিলেট
২৬) পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট
২৭) পরিচালক, বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, সিলেট
২৮) পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, সিলেট
২৯) পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট
৩০) অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সিলেট
৩১) উপ পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, সিলেট
৩২) উপ পরিচালক, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট
৩৩) উপ পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিলেট
৩৪) উপ পরিচালক (ইঞ্জি:), বিআরটিএ, সিলেট বিভাগ, সিলেট
৩৫) উপ পরিচালক, তামাবিল স্থল বন্দর, সিলেট
৩৬) মেয়র, জকিগঞ্জ পৌরসভা, জকিগঞ্জ, সিলেট
৩৭) স্টেশন ম্যানেজার, সিলেট রেলওয়ে স্টেশন, সিলেট
৩৮) সভাপতি, বার এসোসিয়েশন, সিলেট
৩৯) সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, সিলেট
৪০) মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, সিলেট জেলা কমান্ড
৪১) সভাপতি, সিলেট প্রেস ক্লাব, সিলেট
৪২) সভাপতি, পরিবহন মালিক সমিতি, সিলেট
৪৩) সভাপতি, পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, সিলেট

ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
বিভাগীয় কমিশনার